নয়া দিগন্ত
ঢাকা, রোববার, ৪ মাঘ ১৪১৬, ১৭ জানুয়ারি ২০১০

উন্নয়নের বিকল্পধারা

ড. আজিজুর রহমান

উন্নয়ন সাপেক্ষে অর্থনীতি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। যেমন– আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা, দাস সমাজব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। কোন ধারায় তুলনামূলক বেশি উন্নয়ন সম্ভব, বর্তমান বিশ্বে জনসাধারণের কাছে কোন ধারা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে এবং সফলতার ইতিহাস সৃষ্টি করে স্থায়ী ধারা হিসেবে সুনামের আসনে আসীন হতে পেরেছে ইত্যাদি নিয়ে কিছু কথা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Economics, Eighteenth Edition, Samuelson & Nordhaus উৎস মতে, বর্তমান বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাজার অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে বেশি ফলপ্রসূ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবাদে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বর্তমান বিশ্বে সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমান বিশ্বে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে বা শতকরা ১০০ ভাগ সমাজতন্ত্র বলতে কোনো সমাজ ও দেশ নেই। আবার শতকরা ১০০ ভাগ ধনতন্ত্র বলতে কোনো ধনতান্ত্রিক সমাজ বা বাজার অর্থনীতির সমাজ ও দেশ নেই। বাস্তবে যা আছে তা হলো মিশ্র অর্থনীতি। এক দিকে সরকার, বুর্জোয়া ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ, অন্য দিকে স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, জীবিকা নির্বাহের স্বাধীনতা, বাজার অর্থনীতি, ক্রেতা-বিক্রেতার স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে লেনদেন, দ্রব্যসামগ্রীর বাজার মূল্য নির্ধারণ, ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও সরবরাহ নির্ধারণ, শ্রমের ও শ্রমিকের যথার্থ মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি। মূলধন, পুঁজিপতি ও ব্যবস্থাপনার লভ্যাংশ প্রদান বেসরকারি খাতের মালিক গোষ্ঠীর ন্যূনতম স্বার্থরক্ষা উৎপাদনশীলতার সাপেক্ষে খুবই অনুকূল। উৎপাদন কাঠামো ও উপকরণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বাজার অর্থনীতির দার্শনিকরা মনে করেন। বিকল্পধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপে আসে নিয়ন্ত্রিত বা সংগঠিত বাজার অর্থনীতি, যার অধীনে কৌশলী আচার-আচরণ করে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং ব্যবসায়ীরা উৎপাদনের উপকরণগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিপুণ ব্যবহার করে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ ফলাফল অর্জন করতে পেরেছে। যেমন– পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। দ্বিতীয়টি হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং তৃতীয়টি সোভিয়েত স্টাইল কমান্ড ইকোনমি। বিগত চার দশকের উন্নয়নের ইতিহাস নিলে দেখা যায় পূর্ব এশিয়ার মতো নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে কৌশলী আচার-আচরণের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর নিপুণ বিনিয়োগ ও ব্যবহার করে মিশ্র অর্থনীতির কৌশল খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। ফলে জাপান ও এশিয়ান টাইগার দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর তাৎপর্যপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে তারা ব্যবহার করছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং নীতিমালার স্থিতিস্থাপকতা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার মানসম্পন্ন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সচ্ছল ও স্বচ্ছ আর্থিক খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ ধাক্কা আকারে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি কার্যক্রমসহ বহির্মুখী বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্নমুখী উদার ও উৎপাদনমুখী পরিবেশ সৃষ্টি। সমাজতন্ত্র হলো ধনতন্ত্র এবং চরমপন্থী সামন্ততন্ত্র ও সাম্যবাদী অর্থনীতির মাঝামাঝি একটি মডেল। চরমপন্থী সাম্যবাদ অর্থনীতির অধীনে সরকারি মালিকানায় উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাম্যবাদী অর্থনীতিতে সরকার, সরকারি ডুর্জোয়া কেন্দ্রীয়ভাবে অনেক কিছু বা সব কিছুর পরিকল্পনা করে থাকে। সরকার প্রত্যক্ষভাবে এবং কঠোরহস্তে আয়, উন্নতির সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করে। সাম্যবাদী মার্কস তত্ত্বটি সোভিয়েত ইউনিয়নে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এরূপ তত্ত্ব প্রয়োগে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারী শিল্পগুলো প্রাধান্য পায়। ১৯৩০ দশক থেকে ৬০ দশক পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনীতি মার্কসীয় তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত উন্নয়ন করে। ১৯৬০ সালের পর থেকে সোভিয়েত অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। আয়, উন্নতি হ্রাস পায়। জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হয়। দুর্নীতি ও গণ-অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা, কানাডা, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় জাতীয় ও মাথাপিছু আয় সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে সোভিয়েত প্রশাসন ও উৎপাদন ব্যবস্থা দক্ষতা হারিয়ে ফেলে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও সমাজ ভেঙে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ফিরে আসার জন্য সংগ্রামী হয়ে ওঠে। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হালকা সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলো তুলনামূলকভাবে কম দুর্ভোগ পোহায়। দুর্ভোগের কারণগুলোর ভেতরে সরকারি বাজেটের সীমাবদ্ধতা, নির্ধারিত খরচ ও বাজার মূল্য থেকে উন্মুক্ত বাজারে পদার্পণ, অপর্যাপ্ত আইনি অবকাঠামো ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি নেন। আলেকজান্ডার পুতিন নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি ও উন্মুক্ত সংস্কৃতি প্রয়োগ করতে কঠোরভাবে বদ্ধপরিকর হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি সব কিছু বাড়তে শুরু করে। সোভিয়েত অর্থনীতি তার হারানো জীবন ফিরে পায়। ■

লেখক : ভিসি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি